মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজীকরণ।
(https://mca.cumillaboard.online)

২। পটভূমি:

- **বিদ্যমান সমস্যা:** মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা এর অধিভুক্তি বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং/ এডহক/ নির্বাহী/ সংস্থা পরিচালিত ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের বর্তমান অনুসৃত পদ্ধতিটি দীর্ঘমেয়াদী, সনাতন, জটিল ও ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘসূত্রতা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে কোন বিদ্যালয়ের কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তত ৮০দিন পূর্বে নির্বাচনের কার্যক্রম করতে হয়। নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে নির্বাচন সম্পন্ন হবার অনধিক ০৭দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচনের জন্য উক্তরূপ নির্বাচিত সদস্যগণের একটি সভা আহ্বান করেন। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার অনধিক ০৩দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত ব্যক্তিগণের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা এবং সদস্য নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রকাশিত ফলাফল বিবরণীর একটি কপি ও সভাপতির নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি এবং নির্ধারিত ফিসহ কমিটি অনুমোদনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করেন এবং বোর্ড সংযুক্ত কাগজপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কয়েকটি ধাপ অনুসরণপূর্বক এটি প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করে। এতে বিদ্যালয় এবং বোর্ডের অনেক সময় ও অর্থের অপচয় হয়ে থাকে। তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ডের সময় শ্রম ও অর্থ বাঁচিয়ে কমিটি অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষে এ বিষয়ে অনলাইন প্রক্রিয়া অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- **অনুপ্রেরণার উৎস:** বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লায় কয়েকটি বিষয়ে অনলাইন পদ্ধতি অনুসরণ করায় সেবাগ্রহীতা এবং দাতা উভয়ের সময়, শ্রম ও অর্থ অপচয় হ্রাস পাওয়ায় ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন প্রক্রিয়াও অনলাইন করার জন্য বিদ্যালয় শাখা অনুপ্রণিত হয়।
- **কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:** ম্যানেজিং কমিটি সহজীকরণের জন্য অনলাইন করার লক্ষে বিদ্যালয় শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে সভা করা হয়েছে এবং ম্যানেজিং কমিটি অনলাইন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শককে আহ্বায়ক করে উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শকগণকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ সালের উদ্ভাবন সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনের পর এ বিষয়ে একটি বাজেট পেশ করা হয়। অনলাইন ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য এ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে দরপত্র সংগ্রহ করে কার্যাদেশ দেয়া হয়। নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজ্য ডাটা সরবরাহ করা হয়েছে। এটি একটি বিশাল প্রক্রিয়া। বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানের জন্য বিকাশের সাথে চুক্তি করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে ডেমো প্রদর্শন করে সফটওয়্যার চূড়ান্ত করা হয়।

- **বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ:** ডাটা সংগ্রহ করা এবং উপস্থাপনে এবং বিভিন্ন ধরনের লিংক স্থাপনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে।
- **টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থা:** অনলাইন ম্যানেজিং কমিটি সফটওয়্যারটি সফল প্রয়োগের জন্য সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং বোর্ডে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুরাতন ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে ডিজিটাইজড প্রক্রিয়া প্রয়োগের সুবিধাসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদেরকে বুঝিয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয় যাতে করে প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা: সমগ্র পৃথিবীটা এখন মানুষের নখ দর্পণে। মানুষ প্রতিক্ষণেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করতে পারে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে অনলাইন ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধশালী করার কারণে। বিশ্ব তথ্যভান্ডারের সকল জ্ঞান এখন একটি ছোট মোবাইলের স্ক্রীনে। আধুনিক শিক্ষার জগতে ডিজিটালাইজেশন যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে গত প্রায় এক দশক ধরে অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন, ফরম ফিলাপসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন হওয়ার কারণে একদিকে যেমন অল্প সময়ে অনেক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি দীর্ঘসূত্রতা কমে এসেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় কমিটি ও গভর্নিং বডি কর্তৃক। আর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি গঠন অনলাইন ভিত্তিক সম্পন্ন করার রীতি চালু হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বোর্ড উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো অধিক গতিশীল ও তরান্বিত হবে।

ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক হলে যে যে সুবিধা হতে পারে।

- **তথ্যাবলী দ্রুত আদান-প্রদান :** যে কাজ করতে কয়েক দিন সময় লাগে অনলাইন ভিত্তিক সে কাজ সম্পন্ন করতে কয়েক সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়। তাছাড়াও অনলাইনে কমিটির অনুমোদনের লক্ষ্যে কাগজ-পত্র পাঠানোর জন্য বন্ধের দিন কিংবা অফিস আওযার ৯-৫ টা বাধা হবে না। প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোনো সময়, যে কোনো দিনই প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ নিমিষেই আবেদন পাঠানো সম্ভব হবে। এতে এক দিকে যেমন সময় বাঁচবে তেমনি দ্রুততার সাথে যোগাযোগ সম্ভব হবে।
- **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে :** অনলাইন ভিত্তিক আবেদন পাঠানো হলে আবেদনকারী একটি মোবাইলের মাধ্যমেই যেকোন সময় তার আবেদন পত্রের অবস্থান, আপডেট সম্পর্কে জানতে পারবেন। এতে একদিকে যেমন আবেদনকারী উপকৃত হবে তেমনি বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দও তাঁদের নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে আরো অধিক তৎপর থাকবেন।
- **হয়রানি বন্ধ হবে :** সাধারণত আবেদনকারী তার নিজস্ব দুর্বলতা বা অদক্ষতার কারণে কিংবা বোর্ডে দায়িত্বরত কোনো কমর্কতা-কর্মচারীর গাফিলতির কারণে হয়রানির শিকার হন। অনলাইন ভিত্তিক কমিটির আবেদন করার প্রথা চালু হলে হয়রানি বন্ধ হওয়াসহ বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।
- **সময় অপচয় হ্রাস:** অনলাইন ভিত্তিক কমিটির আবেদন ও অনুমোদন নিশ্চিত হলে কেউ আর চাপ প্রয়োগ বা অন্যায় সুবিধার করার সুয়োগ পাবে না। কারণ এক এডমিন থেকে অন্য এডমিনের কাছে ফাইল ফরওয়ার্ড করার নির্দিষ্ট সময় দেয়া থাকবে। কেউ ইচ্ছা করলেও বেঁধে দেয়া সময়ের পূর্বে ফরওয়ার্ডের সুয়োগ পাবেন না।
- **ই- নথি সংরক্ষণ হবে ও নথি নষ্ট হবে না :** অনলাইনে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যাবলী কাগজ পত্র স্ক্যানিং করে দিতে হবে। যেহেতু ফাইলের সকল ডকুমেন্ট অনলাইনে থাকবে সেহেতু কোনো কাগজ ছিড়েঁ যাওয়া, হারানো কিংবা নষ্ট হওয়ার সুয়োগ থাকবে না। এতে বোর্ড এবং প্রতিষ্ঠান উভয়ে নথি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ রাখতে পারবে।

- **তাৎক্ষণিক কপি সংগ্রহ করা যাবে :** উপর্যুক্ত সুবিধা ছাড়াও অনলাইন ভিত্তিক কমিটির আবেদন, অনুমোদনসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাজ অনলাইনে হলে যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে প্রতিষ্ঠান প্রধান তাঁর কপিটি সংগ্রহ করতে পারবে।

৪। উপকারভোগীর প্রতিক্রিয়া: গ্লোবালাইজেশনের এ যুগে একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হবে। নোয়াখালীর হাতিয়ার একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে "অনলাইনে ম্যানেজিং কমিটি" বিষয়ে ধারণা দেয়া হলে তিনি জানান, ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনোত্তর সভাপতি নির্বাচনের ০৩দিনের মধ্যে বোর্ডে দলিলপত্র দাখিল করতে হয়। হাতিয়া থেকে বোর্ডে গিয়ে কাজ শেষ করে ফিরে আসতে ০২দিন লাগে। এতে যেমন সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে তেমনি প্রতিষ্ঠানিক কাজেও বিঘ্ন ঘটে। অনেক সময় আবহাওয়া খারাপ থাকলে ০৩দিনের মধ্যে কাগজপত্র পৌঁছানো সম্ভব হয় না। এতে বিধি লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটে। অনলাইনে কমিটি দাখিলের সুযোগ সৃষ্টি হলে চাপমুক্ত থেকে প্রতিষ্ঠানে বসেই কাজটি করা যাবে। কমিটি অনুমোদন হলো কিনা বা এটি কোন পর্যায়ে আছে তাও আমি আমার মোবাইলের মাধ্যমে দেখতে পাবো। এটি একটি বিরাট কাজ হবে। অনলাইনে কমিটি অনুমোদনের বিষয়টি কার্যকর হলে বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর সুফল পাবে। ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের এ কার্যক্রম একটি বৃহৎ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৫। প্রত্যাশিত ফলাফল:

বিবরণ	সময় (T)	খরচ (C)	যাতায়াত (V)
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩০ দিন	২০০০.০০	০২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০২ দিন	০.০০	০ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২৮ দিন	২০০০.০০	০২ বার

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টীমের নাম:

১. মো: আজহারুল ইসলাম, বিদ্যালয় পরিদর্শক

২. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক

৩. মোহাম্মদ জাহিদুল হক, উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক

''নকলকে না বলি, দিন বদলের দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশটাকে গড়ে তুলি''
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
লাকসাম রোড, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
ফোন : ০৮১-৭৬৩২৮, ওয়েবসাইট : www.comillaboard.gov.bd

স্মারক নং :

তারিখ : ৩০ জুন ২০১৯

২০১৯-২০২০ সালের উদ্ভাবন সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা:

ক্রম	আইডিয়া	উদ্ভাবনী কর্মকর্তা/শাখার নাম	বাজেট	অর্থের উৎস	বাস্তবায়নের সময়কাল
১	অনলাইন পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (OEMS)	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	৬,০০,০০০.০০	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	জুন/২০২০
২	বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজীকরণ	বিদ্যালয় শাখা	১,৫০,০০০.০০	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	ডিসেম্বর/২০১৯
৩	১৯৬২ হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত টেবুলেশনের ডিজিটাল আর্কাইভ	কম্পিউটার শাখা	২৫,০০,০০০.০০	বোর্ডের নিজস্ব তহবিল	জুন/২০২০

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর মোঃ আবদুস ছালাম)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড
কুমিল্লা

''নকলকে না বলি, দিন বদলের দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশটাকে গড়ে তুলি''
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
লাকসাম রোড, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
ফোন : ০৮১-৭৬৩২৮, ওয়েবসাইট : www.comillaboard.gov.bd

স্মারক নং :

তারিখ : ৩০ জুন ২০১৯

২০১৯-২০২০ সালের উদ্ভাবন সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা

ক্রম.	উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবনী কর্মকর্তার শাখার নাম	সমস্যার বিবৃতি	সমাধান	উদ্যোক্তাদির মধ্যে নতুনত্ব	প্রত্যাশিত ফলাফল
১.	অনলাইন পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (OEMS)	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	১. জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন/পরিবর্তন ও বাতিল বোর্ডে এসে আবেদন করতে হতো। ২. জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা প্রবেশপত্র ছাপানো ও বিতরণের কাজ বোর্ডে এসে সম্পন্ন করতে হতো। ভূল সংশোধনের ব্যবস্থা (রেজি: অনুযায়ী) বোর্ডে এসে করতে হতো। ৩. জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র পর্যবেক্ষণে দায়িত্বপালনকারী আগ্রহী কর্মকর্তাদের তালিকা অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে প্রেরিত পত্রের সূত্রে নির্ধারণ করা হলো। ৪. জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া EMIS পূরণের মাধ্যমে করে থাকে। পরীক্ষকদের গ্রেডিং প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় ছিল না।	১. বোর্ডের ওয়েবসাইটে ফি জমাদানপূর্বক আবেদন করতে পারবে। ২. প্রতিটি কেন্দ্র/ বিদ্যালয়/ কলেজ তাদের পাসওয়ার্ড দিয়ে নিজ উদ্যোগে প্রবেশপত্র প্রিন্ট ও সংশোধন করতে পারবে। ৩। পরীক্ষা চলাকালীন দায়িত্ব পালনকারী নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা অনলাইনে ও মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ। ৪. OEMS এর মাধ্যমে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ এবং প্রধান পরীক্ষকদের গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরীক্ষকদের বিষয়, থানা ও জেলাভিত্তিক অটো গ্রেডিং।	১. অনলাইনে আবেদন ও ফি জমা। ● আদেশ অটো জেনারেট ২. অনলাইনে প্রবেশপত্র প্রিন্ট আউট ও সংশোধনের ব্যবস্থা। ৩. নিজ থেকে ভিজিল্যান্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্বের তারিখ ও রিপোর্টিং এর সময় জানতে পারবে। ৪। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকদের গ্রেডিং এর ধারাবাহিকতা ও অটো জেনারেটের ব্যবস্থা।	১. বোর্ডে যাতায়াত ৫-৭ বার হলে এর স্থলে কোন যাতায়াতের প্রয়োজন নেই। ২. যাতায়াতের সময় বাঁচবে ও ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা (রেজিস্ট্রেশন) অনুযায়ী)। ৩. ভিজিল্যান্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বোর্ডে স্ব-শরীরে আসার প্রয়োজন নেই। ৪. পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকদের মূল্যায়নের রেকর্ডের স্থায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখা।
			৫. পুন: নিরীক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তীত ফলাফল বিচ্ছিন্নভাবে থাকে বিধায় কেন্দ্রগুলো কতজনের ফলাফল পরিবর্তিত হলো বা হলোনা তা জানতে পারেনা। ৬. প্রতিষ্ঠানগুলোর পূর্বের ফলাফলের সাথে বর্তমান ফলাফলের সাথে বর্তমান ফলাফলের হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা নেই। ৭. কেন্দ্র সচিবদের/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পরীক্ষা চলাকালীন জরুরী কোন নির্দেশনা মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হয়। ৮. পরীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা ও কক্ষ পর্যবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম বোর্ড অবহিত থাকে না।	৫. কেন্দ্রগুলো পুন:নিরীক্ষকের মাধ্যমে পরিবর্তিত ফলাফল এর সামগ্রীক চিত্র পাবে। ৬. পূর্বের ফলাফলের সাথে বর্তমান ফলাফলের হ্রাস বৃদ্ধির তুলনামূলক পর্যালোচনা গ্রাফ বা পাই ছক আকারে উত্থাপন। ৭. পরীক্ষা চলাকালীন জরুরী বার্তা অতি দ্রুত কেন্দ্র সচিব/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ। ৮. কেন্দ্র পরীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা ও কেন্দ্রের কক্ষ পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ।		

ক্রম.	উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবনী কর্মকর্তার শাখার নাম	সমস্যার বিবৃতি	সমাধান	উদ্যোক্তাদির মধ্যে নতুনত্ব	প্রত্যাশিত ফলাফল
২.	বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজীকরণ	বিদ্যালয় শাখা	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লার অধিভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের বর্তমান অনুসৃত পদ্ধতিটি দীর্ঘমেয়াদী, সনাতন ও জটিল হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দীর্ঘসূত্রতা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়।	প্রবিধানমালা ২০০৯ (সংশোধিত ২০১২) অনুসরণ করে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন সম্পন্নপূর্বক সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি প্রদান করে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রসহ অনলাইনে আবেদন করবে। সেবা গ্রহণকারীর মোবাইলে এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে আবেদন প্রাপ্তি নিশ্চায়ন। বিদ্যালয় শাখা প্রাপ্ত আবেদন ও সংযুক্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে কমিটি অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও অনলাইনে আদেশ জারি করবে।	অনলাইনে আবেদন, সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি গ্রহণ, অনলাইনে আদেশ জারি।	উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের ফলে ১মাস সময় সাশ্রয় হয়েছে। বিনা যাতায়াতে সেবাপ্রদান সম্ভব হয়েছে। খরচ কমেছে প্রায় তিন হাজার টাকার মতো।
৩.	১৯৬২ হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত টেবুলেশনের ডিজিটাল আর্কাইভ	কম্পিউটার শাখা	১. ১৯৬২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী সকল ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য কাগজে মুদ্রিত টেবুলেশন বহিতে লিপিবদ্ধ করা আছে। ২. ঐ সকল বছরে পাশকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্য যাচাই এবং সনদ/মার্কশীটের দ্বি-নকল উঠাতে গেলে টেবুলেশন বই বের করে এসকল কার্য সম্পাদন করতে হয়।	১. কাগজে মুদ্রিত টেবুলেশন বহি হতে আউটসোর্সিং জনবলের মাধ্যমে প্রথমে এন্ট্রি হবে তারপর আউটসোর্সি জনবলের মাধ্যমে তথ্য যাচাই হবে সবশেষে বোর্ডের একটি টিমের মাধ্যমে চুড়ান্ত যাচাই শেষে কম্পউটার ডাটাবেজে তথ্য স্থানান্তর করা হবে।	১. ডিজিটাল আর্কাইভ। ২. পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে তথ্য যাচাই করা যাবে। ৩. অনলাইনে সনদ/মার্কশীটের দ্বি-নকল উঠাতে পারবে। ৪.দ্রুততম সময়ে সেবা দেয়া যাবে	

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর মোঃ আবদুস ছালাম)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড
কুমিল্লা